জাবি ছাত্রদল নেতার হাত পা ভেঙে দিয়েছে ছাত্রলীগ

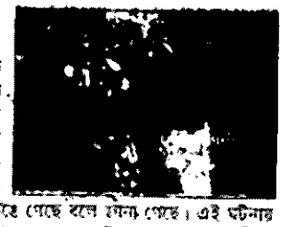

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবদুর রহীম সৈকত ছাত্রলীগের হামলায় মারাত্মক জখমের শিকার হয়েছেন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৩ বার হাসপাতাল বদল করা হয়েছে। তার বাম হাত-বাম পা ভেঙে গেছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় ছাত্রদলের ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটামের মধ্যে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে ক্যাম্পাসে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ১টার দিকে আবদুর রহীম সৈকত (ইতিহাস বিভাগ-৩৮ ব্যাচ, মাস্টার্স) কামালউদ্দিন হলের সামনে বটতলায় যেতে গেলে ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মনি ও দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সাগর গ্রুপের কর্মী ও ৩৯তম ব্যাচের ছাত্র তানভীর হাসান খান (দর্শন বিভাগ), ফুয়েল রানা (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ), এনামুল হক ভূঁইয়া লেলিন (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) বীন মোহাম্মদ শোয়েব (পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ) ও শাকিল মাহমুদ শাওনসহ (অর্থনীতি বিভাগ- ৪০তম ব্যাচ) ৭-৮ জন লোহার পাইপ ও রড নিয়ে তাকে প্রচণ্ড মারধর করে। পরে আহত সৈকতকে সহপাঠী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সযোগে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে গতকাল বিকেল ৫টায় আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে সর্বশেষ সংবাদ জাবি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

জাবি : ছাত্রদল নেতা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মতে সে এখনও কথা বলতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শ্যামল কুমার শীল বলেন, সৈকতকে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করায় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য অক্সিজেন দিয়ে মেডিকেল ভিত্তিতে ঢাকা পাঠানো হয়েছে। এনাম মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা জানান, তার বাম হাত ও বাম পা ভেঙে গেছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আবারও স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে। এদিকে হামলাকারী ছাত্রলীগকর্মীদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ইভটিজিং, সাংবাদিক নির্যাতন, টেন্ডারবাজি, ক্যান্টিনে ও বটতলার দোকানে ফাও খাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এদের মধ্যে শাওনকে ৩ মাসের জন্য বহিষ্কারও করা হয়েছিল। অন্যদিকে তানভীর পরেশ্বরে ছাত্রী নিপীড়ন ঘটনায় বর্তমানে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার অবস্থায় রয়েছে। এদিকে অভিযুক্তদের বিচার দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম ও শাখা ছাত্রদল। ছাত্রদলের বিশ্বিদ্যা সহ-সভাপতি একাব্বরুল্লাহ তুহিন বলেন, ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বারবার সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেও প্রশাসনের রহস্যজনক ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাই। এছাড়া এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। আমরা উপাচার্য এবং প্রক্টরকে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছি। এর মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে প্রশাসন দায়ী থাকবে।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান বলেন, আমরা সাংগঠনিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।